Sangbad Online
প্রকাশনার ৭০ বছর
সংবাদ

তারিখঃ ০৮-০৫-২০২২ (পৃঃ ০৭)

# 'বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০' জাতের ধান আবাদে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকের

## ফলন হেক্টর প্রতি ৮ টন

প্রতিনিধি, কেশবপুর (যশোর)

বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট উদ্ভাবিত উৎকৃষ্ট জিংক সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল, চিকন জাতের 'বঙ্গবন্ধু ব্রি- ১০০' জাতের ধান প্রথম আবাদেই কেশবপুরের চাষীরা বাম্পার ফলনের আশা করছেন। নতুন এ জাতের ধান অন্যান্য ধানের তুলনায় রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমন রোধাকারী। উচ্চ ফলনশীল এই ধান মূলত বোরো মৌসুমের। এ ধানের গড় ফলন হেক্টর প্রতি ৭ দশমিক ৭ টন। তবে অনুকূল পরিবেশ ও উপযুক্ত পরিচর্যা পেলে হেক্টর প্রতি ৮ মেট্রিক টন পর্যন্ত ফলন হতে পারে বলে কৃষি কর্মকর্তরা দাবি করেছে। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, গড়ে দেশে প্রায় অর্ধেক নারী ও শিশু জিংকের অভাবজনিত নানা রোগে ভোগে।

সাধারণত জিংকের অভাবে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। ধীরে ধীরে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এ অবস্থায় বঙ্গবন্ধু জন্ম শতবর্ষে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিআরআরআই) বিজ্ঞানীদের এ জাতের ধান উদ্ভাবন নতুন মাইল ফলক। ইতোপূর্বে গবেষকরা বিভিন্ন সময়ে ব্রি- ৬২, ব্রি- ৬৪, ব্রি- ৭২ ব্রি- ৭৪, ব্রি- ৮৪ ও সর্বশেষ 'বঙ্গবন্ধু ব্রি- ১০০' এ ৬টি জিংক সমৃদ্ধ ধানের জাত উদ্ভাবন করেছে। এরমধ্যে 'বঙ্গবন্ধু ব্রি- ১০০' জাতটি উৎকৃষ্টমানের, ফলনও বেশি। মান ও উৎপাদনের দিক দিয়ে ভালো হওয়ায় এটি চলতি বোরো মৌসুমে সারাদেশের ন্যায় কেশবপুরেও পরীক্ষামূলক আবাদ হয়েছে।

বায়সা গ্রামের কৃষক রফিকুল ইসলাম জানান, প্রথমবার চাষেই সাফল্য দেখছেন তিনি। ধানের শীষও ভালো হওয়ায় বাম্পার ফলন হবে বলে তিনি আশা করছেন। এ ধানের শীষে চিটা থাকে না বললেই চলে। যে কারণে 'বঙ্গবন্ধু ব্রি- ১০০' জাতের ধানের ফলনও বেশি। তবে এ ধানের শীষ একই সময়ে বের হয় না বলে পাকতে বিলম্ব হয়।

উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তা নাজমুল আলম বলেন, চলতি বোরো মৌসুমে এধানের আবাদ বৃদ্ধিতে প্লট প্রদর্শনীর মাধ্যমে কৃষকদের সার, বীজ দিয়ে সহযোগিতা করা হয়েছে। রোগবালাই ও পোকামাকড়ের আক্রমণের পরিমাণ কম হওয়ায় 'বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০' জাতের ধান চাষে কৃষকরা আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঋতুরাজ সরকার জানান, জিংক সমৃদ্ধ এই ধান মানবদেহে জিংকের অভাব পূরণে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়। চলতি মৌসুমে এ উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে ১০০ হেক্টর জমিতে এ ধানের আবাদ করা হয়েছে। এধানে আধুনিক উফশী ধানের সব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। ধানের চাল চিকন ও সাদা। জিংকের পরিমাণ প্রতি কেজিতে ২৫ দশমিক ৭ মিলিগ্রাম। চালে অ্যামাইলোজ ২৬ দশমিক ৮ শতাংশ, প্রোটিন ৭ দশমিক ৮ শতাংশ। উপজেলার বিভিন্ন মাঠে 'বঙ্গবন্ধু ব্রি-১০০' জাতের ধানের প্রদর্শনী প্লট করা হয়েছে।

কেশবপুর (যশোর) : বঙ্গবন্ধু ব্রিধান-১০০-এর প্রদর্শনী ক্ষেত —সংবাদ

দৈনিক ইনকিলাব
তারিখঃ ০৮-০৫-২০২২ (পৃঃ ০৮)

*ব্লাস্ট রোগে ব্রি-২৮ জাতের ধানে চিটা ধরেছে। গতকাল কুড়িগ্রাম উপজেলা এলাকা* *-ইনকিলাব*

# কুড়িগ্রামে ব্রি-২৮ ধান চাষে দিশেহারা কৃষক

**শফিকুল ইসলাম বেবু, কুড়িগ্রাম থেকে :** কুড়িগ্রামের বিভিন্ন উপজেলায় এবছর বোরো আবাদে ব্রি-২৮ জাতের ধানে নেক ব্লাস্ট (শীষ মরা) রোগের আক্রমণে কৃষকরা ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। অধিক খরচে কৃষকরা ব্রি-২৮ ধান আবাদ করলেও এই রোগের কারণে দিশেহারা হয়ে পরেছেন এখানকার চাষিরা। কৃষক বলছেন কৃষি কর্মকর্তাদের পরামর্শেও ধানের শীষ মরা রোগ ঠেকাতে পারেননি তারা।

কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, প্রতি বিঘা জমিতে ব্রি-২৮ জাতের ধান আবাদ করতে সবমিলিয়ে ব্যয় হয় ৮-৯ হাজার টাকা। এদিকে ভালো ফলন হলে বিঘা প্রতি জমিতে ধান উৎপাদন হতো ১৮-২০ মণ। সেখানে এই শীষ মরা রোগের কারণে বিঘাতে ১০ মণও ধান হবে না। কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতর সূত্রে জানা গেছে, জেলায় বোরো আবাদের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ লাখ ১৫ হাজার হেক্টর। তবে আবাদ হয়েছে ১ লাখ ১৬ হাজার ১২ হেক্টর জমি। তাদের তথ্যমতে এই ব্লাস্ট রোগের আক্রমণে ৭-৮ হেক্টর জমির ব্রি-২৮ জাতের ধানের ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সরেজমিনে জেলার বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, ব্লাস্ট রোগে ব্রি-২৮ জাতের ধান চিটা হয়ে যাওয়ার চিত্র দেখা গেছে। কুড়িগ্রাম সদরের পাঁচগাছী ইউনিয়নের বানিয়া পাড়া গ্রামের আব্দুল খালেক নামের এক কৃষক বলেন, আমি ১ বিঘা জমিতে ব্রি-২৮ ধান লাগাইছি। অর্ধেকের বেশি ধান নষ্ট হয়ে গেছে। বিভিন্ন প্রকার ঔষধ দিয়েও কোনো কাজ হয়নি। কৃষি বিভাগও জানেনা এই রোগের চিকিৎসা। এবার যা হইছে আগামীতে আর আমি এ জাতের ধান আবাদ করবো না। একই এলাকার কফিয়াল বলেন, আমিও ১৬ শতক জমিতে ধান লাগাইছি। ধান হয় নাই, শুধু চিটা আর চিটা। গত ২-৩ বছর থেকে ব্রি-২৮ ধান চাষ করে ক্ষতি হচ্ছে।

কুড়িগ্রাম কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের কৃষি কর্মকর্তা মো. জয়নাল আবেদীন জানান, ব্রি-২৮ জাতের ধান আগাম চাষ করা হয়। যখন ফলন আসে সেসময় বৃষ্টির কারণে বিচ্ছিন্ন কিছু যায়গায় ক্ষতি হয়েছে। তবে সবমিলিয়ে ৭-৮ হেক্টর জমির ধান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু কৃষকরা যদি সময় মত ব্লাস্ট রোগের ওষুধ প্রয়োগ করতো তাহলে ক্ষতিটা কম হতো।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ৩০-০৪-২০২২ (পৃঃ ০৭)

# বঙ্গবন্ধু ধান আবাদ করে সাফল্যের আশা

■ দিনাজপুর অফিস

মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু (ব্রি ধান ১০০) জাতের ধান প্রথম বারের মতো আবাদ করেছেন দিনাজপুরের বিরল উপজেলার কৃষক মতিউর রহমান। উপজেলার পলাশবাড়ী ইউনিয়নের বড়বৈদ্যনাথপুর গ্রামের ৫০ একর জমিতে এ ধানের আবাদ করেছেন তিনি। তিনি জানান, অন্যান্য জাতের ধানের চেয়ে বঙ্গবন্ধু (ব্রি ধান ১০০) জাতের ধান ১০-১৫ দিন কম সময়ে উৎপাদন সম্ভব। তিনি প্রথম বারের মতো এ জাতের ধান চাষাবাদ করেছেন। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই ধান কাটা শুরু হবে এবং আবহাওয়া অনুকূলে থাকলে সঠিক সময়ে গুণমান বজায় রেখে বিএডিসিতে বীজ সরবরাহের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন কৃষক মতিউর। তিনি বলেন, ব্রি-২৯ সহ অন্য জাতের ধান উৎপাদনে মৌসুমে প্রায় পাঁচ বার কীটনাশক প্রয়োগ করতে হয়, আর নতুন এ জাতের জন্য তিনবার কীটনাশক প্রয়োগ করলেই হয়। অন্যান্য জাতের তুলনায় সার প্রয়োগ করতে হচ্ছে অনেক কম। আর অন্য ধানের তুলনায় দু-এক সপ্তাহ আগেই ধান ঘরে তুলতে পারায় ঝড় বৃষ্টির কবলে পড়ে ফসল নষ্টের আশঙ্কা কম।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) দিনাজপুর কন্ট্রাক্ট গ্রোয়ার্সের উপপরিচালক মো. কামরুজ্জামান সরকার জানান, বঙ্গবন্ধু (ব্রি ধান ১০০) এর ফ্লাগ লিড ভালো থাকায় ফলন ভালো হয়। অন্যান্য ধানে ফ্লাগ লিড কম থাকায় চিটা বেশি হয়। ১৪৫ থেকে ১৪৮ দিনের মধ্যে এ জাতে হেক্টর প্রতি ৭.৮ মেট্রিক টন ধান উৎপাদন সম্ভব। ধান গবেষণা কেন্দ্র- ফেনী থেকে মুজিব শতবর্ষ উপলক্ষ্যে উদ্ভাবিত বঙ্গবন্ধু (ব্রি ধান ১০০) জাতের ৫০০ কেজি ধান বীজ সংগ্রহ করে ৫০ একর জমিতে বিরলের কৃষক মতিউর রহমান চাষাবাদ শুরু করছেন। বিএডিসির কর্মকর্তারা এবং তিনি নিজেই মাঠ পর্যায়ে ধানখেত পরিচর্যায় সার্বিক পরামর্শ ও সহযোগিতা করে আসছেন। সঠিক সময়ে সঠিক পরিচর্যার কারণে কৃষক মতিউর রহমান আশানুরূপ ফলন পাবেন বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।